সাম্প্রতিক ঘটনাবলি

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিনিয়োগের প্রশ্নে ফরাসি ব্যাংকগুলোর আপত্তি

সম্প্রতি ফ্রান্সের শীর্ষস্থানীয় তিনটি ব্যাংক ক্রেডিট এগ্রিকোল, সসিয়েটে জেনারেল এবং বিএনপি পারিবাস বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে তারা বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকবে। এর আগে এনার্জি খাতের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী নরওয়েজিয়ান পেনশন ফান্ড রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভারতীয় অংশীদার এনটিপিসি থেকে তাদের সকল প্রকার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেয়।

২০১৫ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্যারিস সামিট বা প্যারিস জলবায়ু সম্মেলন। ধারণা করা হচ্ছে, প্যারিস সামিট হবে এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় জলবায়ু সম্মেলন। প্যারিস সামিটকে সামনে রেখেই বিভিন্ন পরিবেশ ও মানবাধিকার সংস্থা ইউরোপের বৃহৎ কোম্পানিগুলোকে কয়লা খাত থেকে (উত্তোলন এবং বিদ্যুৎকেন্দ্র) বিনিয়োগ কমিয়ে আনার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ইউরোপের বেশ কিছু কোম্পানি নিজ উদ্যোগেই মাইনিং বা কয়লা উত্তোলন থেকে তাদের বিনিয়োগ সরিয়ে নেবার ঘোষণা দিয়েছে। আবার ফ্রান্সে যখন জলবায়ু সম্মেলনকে সামনে রেখে বৃহৎ কোম্পানি ও ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন জমে উঠেছে, একই সময়ে ইউরোপে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন ব্যাংকের এজিএম বা বার্ষিক সাধারণ সভা। বহুদিন ধরেই গ্রিন পিস, ফ্রেন্ডস অফ আর্থ, অক্সফ্যাম ফ্রান্স এবং ব্যাংক ট্র্যাকের মতো সংগঠনগুলো কয়লা উত্তোলন এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিনিয়োগ সরিয়ে আনতে ফরাসি ব্যাংকগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ফ্রান্স ও জার্মানির বিভিন্ন ব্যাংকের বার্ষিক সভায় অ্যাক্টিভিস্ট গ্রুপগুলোর পক্ষ থেকে বারবার হুঁশিয়ারি এসেছে রামপালে বিনিয়োগ না করার ব্যাপারে। এছাড়া ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা উত্তোলন খাতে ফরাসি ও জার্মান ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ নিয়েও ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে জার্মানির ডয়েচে ব্যাংক এবং ফরাসি ব্যাংকগুলো।

এরই মধ্যে ফ্রান্সের অন্যতম বড় ব্যাংক ক্রেডিট এগ্রিকোল এবং সসিয়েটে জেনারেল সুনির্দিষ্ট বক্তব্য দিয়েছে তারা রামপাল কয়লা প্লান্টে সকল প্রকার বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকবে।

সসিয়েটে জেনারেলের বিবৃতি: *Sosiete Generale does not provide financial advice, and currently has no plans to be involved in the financing of coal thermal power plant project in Khulna, located at Rampal in Bangladesh. This is a decision of our own internal decision criteria on transactions, which include Environmental and Social criteria under general principles of our E & S and sectoral policies that complement them.*

ক্রেডিট এগ্রিকোলের বিবৃতি: *The Credit Agricole SA Group has no plans to finance the Rampal coal power plant, in Bangladesh, given our intervention rules and the risks associated with this project.*

এছাড়া মে মাসের ২১ তারিখে ফ্রাঙ্কফুর্টে ডয়েচে ব্যাংকের বার্ষিক সভায় হাজারখানেক শেয়ারহোল্ডারের উপস্থিতিতে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে ডয়েচে ব্যাংকের বিনিয়োগের বিষয়টি নিয়ে কয়েক ধাপে আলোচনা হয়। মূলত জার্মান পরিবেশবাদী প্রতিষ্ঠান 'উয়াভাল্ট বা 'এইনসেন্ট ফরেস্ট' রামপাল বিষয়ে ডয়েচে ব্যাংকের প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণ জার্মান নাগরিকদেরও সুন্দরবনের নিরাপত্তা বিষয়ে বক্তব্য দিতে দেখা যায়। সুনির্দিষ্টভাবে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিনিয়োগের ব্যাপারে বক্তব্য না দিলেও ডয়েচে ব্যাংক অফিসিয়াল বিবৃতি দিয়েছে যে, ইউনেস্কো আপত্তি জানালে ইউনেস্কো ঘোষিত 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' কেন্দ্রগুলোতে বা তার কাছাকাছি কোনো স্থানের কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করা থেকে তারা বিরত থাকবে।

ডয়েচে ব্যাংকের বিবৃতি: *We will not be involved in financial transactions connected to activities at or near UNESCO World Heritage sites (Page 6, CSR report, 2014). We will only support activities in or near World Heritage sites if the government and UNESCO agree that the planned activities do not place the value of the site at risk.*

ফরাসি মিডিয়া: অন্যদিকে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফ্রান্সে জলবায়ু সপ্তাহকে সামনে রেখে ফরাসি মিডিয়াতে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে ফরাসি ব্যাংকগুলোর সম্ভাব্য সম্পৃক্ততার বিষয়টি উঠে এসেছে। প্রতিটি রিপোর্টই অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে সুন্দরবনের প্রাণ পরিবেশের ওপর ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রটির বিরূপ প্রভাবের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। ফ্রান্সের প্রথম সারির পত্রিকা লা হিউমেনাইট বিশাল পৃষ্ঠাজুড়ে রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের ওপর রিপোর্ট করে মে মাসের ১৩ তারিখে। প্রশ্ন ছিল: রামপাল প্রশ্নে ফরাসি ব্যাংকগুলোর ভূমিকা কী? মে ১৮ তে ফ্রান্সের প্রথম সারির পত্রিকা লা মনডে, 'এনার্জি ফসিল: স্টপ অর কন্টিনিউ' শিরোনামের একটি রিপোর্টে দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং বাংলাদেশের রামপালে সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী একটি স্পর্শকাতর স্থানে ফরাসি ব্যাংকের কয়লায় বিনিয়োগের ব্যাপারে জবাবদিহি দাবি করে। অন্যদিকে জার্মানিভিত্তিক এনজিও 'সেইভ দ্য ফরেস্ট' মে ১৯ থেকে রামপালের বিদ্যুৎকেন্দ্রে ডয়েচে ব্যাংকের বিনিয়োগ ঠেকাতে একটি অনলাইন পিটিশন শুরু করে। এখন পর্যন্ত এই অনলাইন পিটিশনের মাধ্যমে প্রায় ৫০ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়েছে। এছাড়া রু ৮৯ নামক একটি ফরাসি পত্রিকা 'আফ্রিকা থেকে বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, যেখানে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা তুলে ধরা হয়। নভেতিক এবং মাল্টিন্যাশনাল ডট অর্গ নামক অনলাইন পত্রিকায় রামপাল কেন্দ্রে ফরাসি ব্যাংকের সম্ভাব্য বিনিয়োগের ব্যাপারে সমলোচনা করা হয়। ফ্রান্সের চ্যানেল ২ এবং নোভা টিভি রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের ওপর বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ❑

আবারও গ্যাজপ্রমের সাথে চুক্তি!

বাপেক্সকে বসিয়ে রেখে আবারও রাশিয়ান কোম্পানি গ্যাজপ্রমকে দিয়ে দ্বিগুণ খরচে কূপ খনন করাচ্ছে সরকার! ১ জুলাই একনেকে গ্যাজপ্রমকে দিয়ে পাঁচটি নতুন কূপ খননের জন্য মোট ৯.৬২ কোটি ডলার বা ৭৫০ কোটি টাকার একটি চুক্তির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। কূপগুলো হলো শ্রীকাইল-৪, বাখরাবাদ-১০ এবং রশীদপুর-৯, ১০ ও ১১। প্রতিটি কূপ খননের জন্য খরচ পড়ছে দেড় শ কোটি টাকা।

এর আগে গ্যাজপ্রমকে দিয়ে তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের ৪টি (তিতাস-১৯, ২০, ২১ ও ২২), রশিদপুরের ১টি (রশিদপুর-৮) এবং বাপেক্সের মালিকানাধীন ৫টি (বেগমগঞ্জ-৩, শাহবাজপুর-৩, ৪, শ্রীকাইল-৩, সেমুতাং-৬) মোট ১০টি গ্যাসকূপ খননের চুক্তি করা হয়। তখনো গড়ে প্রতিটি কূপ খননের জন্য খরচ ধরা হয় দেড় শ কোটি টাকা।

অথচ বাপেক্সের একেকটি কূপ খননের গড় খরচ ৭০-৮০ কোটি টাকা, যা গ্যাজপ্রমের খরচের অর্ধেক। উদাহরণস্বরূপ : মোবারকপুর অনুসন্ধান কূপ খননে ৮৯.২৬ কোটি টাকা (গভীরতম কূপ), শ্রীকাইল-২৮১.১২ কোটি টাকা, সুন্দলপুর কূপ খননে ৭৩.৬৫ কোটি টাকা এবং কাপাসিয়া কূপ খননের জন্য ৭০.১৭ কোটি টাকা ব্যয় করেছে বাপেক্স।

মোটি ১৫টি কূপ খননে বাপেক্সের যেখানে ১১০০ থেকে ১২০০ কোটি টাকা লাগত, সেখানে গ্যাজপ্রমকে দেওয়া হচ্ছে ২২৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ গ্যাজপ্রমকে খুশি করতে গিয়ে জনগণের গচ্চা এক হাজার কোটি টাকারও বেশি।

স্থলভাগে গ্যাস উত্তোলনে বাপেক্সের দক্ষতা, বিদেশি কোম্পানির চেয়ে কয়েক গুণ কম খরচে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং জাতীয় সম্পদের মালিকানার প্রশ্নে সারা দেশে পিএসসি চুক্তির বিরুদ্ধে যে তীব্র জনমত, তাতে স্থলভাগের গ্যাসক্ষেত্র নতুন করে পিএসসি চুক্তির মাধ্যমে বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়াটা ক্ষমতাসীনদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় নতুন করে পিএসসি চুক্তি না করে স্থলভাগের গ্যাসকূপ খননের বাড়তি খরচের কন্ট্রাক্ট দেওয়ার মাধ্যমে বিদেশি কোম্পানিকে মুনাফা লাভের সুযোগ করে দিল সরকার।

বাপেক্সকে বসিয়ে রেখে রাশিয়ার গ্যাজপ্রমের সাথে নতুন গ্যাসকূপ খননের এই কন্ট্রাক্টের কোনো যৌক্তিকতা নেই। কাজেই এই কন্ট্রাক্টের উদ্যোগ দ্রুত বাতিল করে বাপেক্সের মাধ্যমে গ্যাসকূপ খনন শুরু করা জরুরি। ❑

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বিষয়ে ইউনেস্কোর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল না হলে হয়তো বিপদাপন্ন বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাতেই স্থান পেতে হবে সুন্দরবনকে। গত ২৮ জুন থেকে ৮ জুলাই ২০১৫ জার্মানিতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির ৩৯তম সেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তে রিঅ্যাকটিভ মনিটরিং (Reactive Monitoring)-এর আহ্বান থেকে সে রকমই আভাস পাওয়া যাচ্ছে!

ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কনভেনশন অনুসারে, কোনো বিশ্ব ঐতিহ্য বিশেষ হুমকির মুখে পড়লে তা নিরূপণের জন্য রিঅ্যাকটিভ মনিটরিং করে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি এবং কোনো বিশ্ব ঐতিহ্যকে বিপদাপন্ন বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা কিংবা বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করার আগে সাধারণত রিঅ্যাকটিভ মনিটরিং করা হয়।

ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির ৩৯তম সেশনের সিদ্ধান্তগুলো নিম্নরূপ:

* সুন্দরবনের বিশ্ব ঐতিহ্য বলে চিহ্নিত অংশ ও তার আশপাশের ওপর রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরোক্ষ ও ক্রমপুঞ্জিত প্রভাব নিরূপণের জন্য কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা বা স্ট্র্যাটেজিক এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট (এসইএ) করার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি।

* ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি লক্ষ করেছে, পশুর নদী ড্রেজিংয়ের জন্য তৈরি পরিবেশ সমীক্ষায় (ইআইএ) সুন্দরবনের বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে চিহ্নিত অংশটুকুর ওপর ড্রেজিংয়ের সুনির্দিষ্ট কী কী প্রভাব পড়বে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিশ্ব ঐতিহ্যের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব সমেত সংশোধিত ইআইএ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টারে পাঠাতে হবে এবং ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টার ও আইইউসিএন কর্তৃক তার পর্যালোচনার আগ পর্যন্ত পশুর নদী ড্রেজিং বন্ধ রাখার অনুরোধ করেছে।

* কৌশলগত সমীক্ষায় শনাক্ত হওয়া রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমনের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে তা বিস্তারিত জানানোর অনুরোধ করেছে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি।

* সুন্দরবনের জলজ পরিবেশের ওপর ডিসেম্বর ২০১৪ সালের তেল দুর্ঘটনার প্রভাব পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি। বিশেষত রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ কাজের ফলে জাহাজ চলাচল বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি মাথায় রেখে এই ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও দুর্ঘটনার পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে প্রস্তুতি জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছে কমিটি।

* সুন্দরবনের বিশ্বঐতিহ্য সংরক্ষণের বর্তমান পরিস্থিতি এবং রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র ও পশুর নদী ড্রেজিংয়ের সম্ভাব্য প্রভাব পর্যবেক্ষণের জন্য ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টার ও আইইউসিএনের সমন্বয়ে একটি যৌথ কমিটিকে রিঅ্যাকটিভ মনিটরিং (Reactive Monitoring) এর জন্য আমন্ত্রণ জানানোর অনুরোধ করেছে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি।

ইউনেস্কোর সিদ্ধান্ত জানতে দেখুন:
http://whc.unesco.org/en/soc/3235 ❑

সাজা হলো না ফেলানী হত্যাকারীর

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশি কিশোরী ফেলানী খাতুন হত্যা মামলার মূল অভিযুক্ত ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) জওয়ান অমিয় ঘোষকে দ্বিতীয়বারও নির্দোষ ঘোষণা করে রায় দিয়েছে বিএসএফের নিজস্ব আদালত জেনারেল সিকিউরিটি ফোর্সেস কোর্ট (জিএসএফসি)। ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি ভোরে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার অনন্তপুর সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে ঢোকার সময় বিএসএফের গুলিতে নিহত হয় কিশোরী ফেলানী। তার মৃতদেহ অনেকক্ষণ কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলে ছিল। এই মৃত্যুকে ঘিরে দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হলে বিএসএফ বিচারের ঘোষণা দেয়। সেই বিচারের প্রথম রায় বের হয় ২০১৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর, যাতে অমিয় ঘোষকে

নির্দোষ বলা হয়। ব্যাপক সমালোচনার মুখে বিএসএফ জানায়, তারা মামলার পুনর্বিচার করবে। সেই পুনর্বিচারের রায় হয়েছে গত ২ জুলাই।

সীমান্ত হত্যার প্রসঙ্গ উঠলেই বিএসএফ 'আত্মরক্ষার জন্য' 'বাধ্য হয়ে' গুলি চালানোর অজুহাত দাঁড় করায়। ফেলানী হত্যার ব্যাপারে এই ধরনের কোনো অজুহাত তৈরি করা সম্ভব নয়। কাঁটাতারে কাপড় আটকে যাওয়া এক নিরস্ত্র কিশোরী কোনোভাবেই অস্ত্রধারী বিএসএফের জন্য হুমকি হতে পারে না। ফেলানী হত্যাকাণ্ড এযাবৎ সীমান্তে ঘটে যাওয়া সকল হত্যাকাণ্ডে বিএসএফের আগ্রাসী ভূমিকাকে সামনে নিয়ে আসে, আত্মরক্ষার অজুহাতকে খারিজ করে দেয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিএসএফ সদস্য অমিয় ঘোষ নির্দোষ বিবেচিত হতে পারে কিসের ভিত্তিতে? ফেলানীকে তো কেউ না কেউ গুলি করেছিল! ভারতের পেনাল কোড কিংবা আন্তর্জাতিক কোনো আইনেই নিরস্ত্র নাগরিককে গুলি করে মেরে ফেলার বিধান নেই। কেউ অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপার করলে তাকে গ্রেফতার করা যেতে পারে। ভারতের কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের সেকশন ৪৬ অনুসারে অপরাধীকে গ্রেফতার করার জন্য সকল ধরনের প্রচেষ্টার বৈধতা দেওয়া হলেও মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সাজা হওয়ার মতো অপারাধে লিপ্ত না হলে কোনোভাবেই হত্যা করা যাবে না। ১৯৯০ সালে কিউবার হাভানায় জাতিসংঘের অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* নামের নীতিমালা অনুসারেও আইন প্রয়োগের বেলায় মানুষের জীবন রক্ষার ব্যাপারে (preserve human life) সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ফেলানী হত্যাকাণ্ডের মতো একটা ঘটনার পরও অভিযুক্ত বিএসএফ সদস্যের সাজা না হওয়ার একটাই ব্যাখ্যা– ভারতের আধিপত্য এবং বাংলাদেশের নতজানু পররাষ্ট্রনীতি। ফেলানী হত্যায় দায়মুক্তি বিএসএফকে আরো বেপোরোয়া করে তুলবে।

সীমান্ত হত্যার বিরুদ্ধে দুই দেশের নাগরিকদের যৌথ সংগ্রাম গড়ে না উঠলে বিএসএফের সীমান্ত হত্যাকাণ্ড চলতেই থাকবে।□

রাজপথে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ঈদ

বেতন ও বোনাসের দাবিতে ঈদের দিনেও রাজপথে চলেছে সোয়ান গার্মেন্টসের শ্রমিকদের লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি। গত বছর এভাবে ঈদের দিন অনশন করতে হয়েছিল তোবা গার্মেন্টসের শ্রমিকদের। এবার বিজিএমইএ ঈদের আগে সংবাদ সম্মেলন করে ৯৯ শতাংশ কারখানায় বেতন এবং ৯৫ শতাংশ কারখানায় ঈদ বোনাস পরিশোধের দাবি করলেও এই ১ শতাংশ ও ৫ শতাংশের ফাঁদে কত হাজার শ্রমিকের ঈদের আনন্দ নষ্ট হয়েছে, তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান অবশ্য জানায়নি।

বকেয়া বেতনের দাবিতে তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে আন্দোলন করছে সোয়ান গার্মেন্টসের শ্রমিকরা। গত ১০ এপ্রিল ২০১৫ থেকে বেআইনিভাবে বিনা নোটিশে সোয়ান গ্রুপের সোয়ান গার্মেন্টস প্রা. লি. ও সোয়ান জিন্স লি. নামক কারখানা দুটি বন্ধ করা হয়। পরিবার-পরিজন নিয়ে ১৩০০-র বেশি শ্রমিক অনাহারে-অর্ধাহারে মানবেতর জীবন যাপন করছে। কারখানা বন্ধের কয়েক দিন পরে মালিক মারা যাওয়ার ফলে কিছুটা জটিলতা দেখা দিলেও যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হলে মৃত মালিকের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে খুব সহজেই বকেয়া পাওনাদি পরিশোধ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু মালিকপক্ষ, বিজিএমইএ বা সরকার– কারো পক্ষ থেকেই যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সোয়ান গার্মেন্টসের শ্রমিকদের পক্ষ থেকে গত ২০ এপ্রিল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, কল-কারখানা অধিদপ্তর ও বিজিএমইএর নিকট শ্রমিকদের পক্ষ থেকে লিখিত আবেদন করা হয়েছে। শ্রম আইন অনুসারে আবেদনের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে সমস্যা সুরাহার বিধান থাকলেও কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের নেতৃত্বে শ্রমিকরা কয়েক দফা শ্রম মন্ত্রণালয় ও বিজিএমইএ ঘেরাও করেছে। সোয়ানের শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান না করে উল্টো উদ্দেশ্যমূলকভাবে গত ৩০ জুন সোয়ানের শ্রমিকদের নামে মিথ্যা মামলা করেছে সোয়ান গার্মেন্টসের মালিকের সাথে লেনদেনকারী ইসলামী ব্যাংক। শ্রমিকরা গত ১২ জুলাই থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে। বিজিএমইএর পক্ষ থেকে মালিকের মৃত্যু ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারজনিত জটিলতার অজুহাত দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগ সরকার বা বিজিএমইএর পক্ষ থেকে নেওয়া হচ্ছে না।

১৩০০ শ্রমিকের তিন মাসের বকেয়া মোটামুটি সাড়ে চার কোটি টাকা। স্রেফ এই সাড়ে চার কোটি টাকার জন্য তিন মাস ধরে শ্রমিকদের ঘোরানো হচ্ছে; বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচি পালন করতে হচ্ছে! অথচ মালিক মারা গেলেও পাওনা পরিশোধ করার মতো যথেষ্ট সম্পদ মালিকের রয়েছে। সোয়ান গার্মেন্টসের শ্রমিকদের বক্তব্য হলো, মালিকের যেসব সম্পদ ইসলামী ব্যাংকের কাছে বন্ধক দেওয়া আছে, তার একটা অংশ বিক্রি করলেই শ্রমিকদের বকেয়া বেতন যেমন পরিশোধ করা যাবে, সেই সাথে ইসলামী ব্যাংকের বন্ধকী বাবদ পাওনাও পরিশোধ হবে।

আবার তর্কের খাতিরে যদি ধরি মালিকের কোনো সম্পত্তি নেই, সে ক্ষেত্রেও সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব সরকার ও বিজিএমইএ এড়িয়ে যেতে পারে না। কোনো কারখানার মালিক মরে গেলে তো শ্রমিকদের দায়িত্ব সরকার বা মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএকেই নিতে হবে। মালিকের সম্পদ না থাকলে মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ দরকার পড়লে চাঁদা তুলে শ্রমিকদের দায় পরিশোধ করবে। প্রয়োজনে সরকারকেও তার দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু কোনোভাবেই মালিকের মৃত্যুকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে শ্রমিকদের পাওনা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।□